শাবনূর
ঠিকানার সন্ধানে

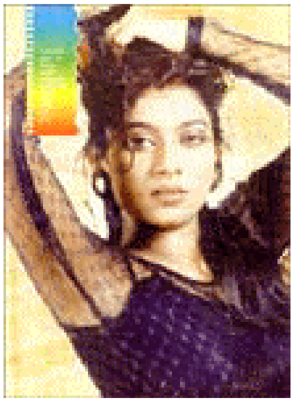

পর্দা সঙ্গীর অভাবে
কেরিয়ার ধ্বংস হওয়ার দিকে

বিনোদন বিচিত্রা রিপোর্ট

কিছুদিন আগে শাবনূরের মা এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি প্রতিবেদকের কাছে জানতে চাই লেন, ‘‘কে হতে পারে আমার মেয়ের পর্দা জুড়িদার?’’ এ কথা বলার পর তিনি কিছুক্ষণের জন্যে থেমে ছিলেন। অস্থির চিত্তে কিছু একটা ভাবছিলেন মনে হলো। হয়তো মনে মনে কিছু একটা ভেবে হিসেব মেলাতে পারছিলেন না। ‘‘আচ্ছা ওমর সানি হলে কেমন হয়?’’ এ কথা বলার পর তিনি ব্যাখ্যা করে উল্লেখ করলেন, ‘‘আপনিই বলু ন, আমার শাবনূরের কি একটি ছবি টেনে নেয়ার ক্ষমতা নেই?’’ শাবনূরের মায়ের মনে এই শঙ্কা কেন?

আসলে গত কয়েক মাসে শাবনূর অভিনীত দুটি ছবি মুক্তি পেয়েছে-রিয়াজের সঙ্গে ‘মন মানে না’ এবং ওম র সানির সঙ্গে ‘অধিকার চাই’। দুটি ছবিই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তেমন একটা সুবিধা করতে পারেনি। এই অবস্থাটি ই হয়তো শাবনূরের মাকে ভাবিয়ে তুলেছে। শাবনূর পর্দায় একা হয়ে পড়েছিলেন সালমান মারা যাওয়ার পর। শ াবনূরের মা-ই নতুন টার্গেট করলেন ওমর সানী-কে। তখন সানির পর্দা সঙ্গী মৌসুমী। এরা ছিলেন দর্শকপ্রিয়। শ াবনূরের মায়ের ইচ্ছা বাস্তব রূপ নেয় শাবনূর-সানি পর্দা জুটি হওয়ার।

বেশ কয়েকটি ছবিতে তারা অভিনয় করলেন। কিন্তু শাবনূর ওমর সানি এবং অমিত হাসান অভিনীতপ্রে মর অহংকার দর্শকরা লুফে নিলেও একই পরিচালকের ‘অধিকার চাই’ ছবিটি দর্শকরা গ্রহণ করেননি। ছবির নি র্মাণ শৈলী চমৎকার হলেও দর্শকরা নিলেন না কেন? ওমর সানির মা সম্প্রতি এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘সবাই ফোন করে মৌসুমীকে চায়। আমার সানির বাজার খারাপতো তাই কেউ তাকে খোঁজে না।’’

ওমর সানির মায়ের মূল্যায়ন শাবনূর যে হিসেবে করছেন না তা নয়। তিনি ওমর সানির সঙ্গে নতুন ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন না বলে একজন নির্মাতা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার নায়ক হিসেবে এখন প্রধান্য দিচ্ছেন রিয়া জ এবং শাকিলকে। প্রশ্ন হচ্ছে, রিয়াজের সঙ্গে শাবনূর পরীক্ষিত হয়েছেন ‘মন মানে না’ ছবিতে। শুরুতে রিয়া জের ব্যাপারে শাবনূরের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ছিল এখন সেটা কমে গেছে। কেন? শাবনূর বলেন, ‘‘আমি অভিনয়েই বেশি মনোযোগ দিতে চাই। রিয়াজের ব্যাপারে যে উচ্ছ্বাসের কথা আপনারা শুনেছেন সেটা প্রথম প্রথম হয়ত ছি ল। নতুন পরিচয়ের জন্যেও হতে পারে। তবে রিয়াজকে এখন আমি শুধু পর্দা সঙ্গী হিসেবেই দেখছি, বিশেষভা বই দেখছি। তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।’’ রিয়াজও বিশেষ কোনো সম্পর্কের কথা বলেন না। তার বক্ত ব্য ‘‘শাবনূর চমৎকার এবং ব্যতিক্রমী অভিনেত্রী। সহকর্মী হিসেবে সহযোগিতা পরায়ন, তবে ধৈর্যহীন। বন্ধু হি সবে ভাল, ব্যক্তি হিসেবে আকর্ষনীয়।’’ রিয়াজের পাশাপাশি শাবনূরের জন্যে চলতি রিয়াজের পাশাপাশি শাবনূ রের জন্যে চলতি নায়কদের’ অবশি
পপির সঙ্গে। শাকিলকে আলাদাভাবে অন্য ‘নায়িকা’র সঙ্গে দর্শকরা কতটা গ্রহণ করবেন সেটাই হচ্ছে বিবেচনা র বিষয়। তবে শাকিল পপির কাছ থেকে সরতে চাইছেন বলে মনে হয়। সম্প্রতি তিনি একজন পরিচালককে নি য় শাবনূরের ইন্দিরা রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ঐ পরিচালকের জন্যে শাবনূরের ডেট ম্যানেজ করা। শাকিলের এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত হলেও শাবনূর সত্যিকার অর্থে পর্দায় এখনো একা। কোন দি কে তিনি মুখ ফেরাবেন? দ্বিধাগ্রস্ত শাবনূর ঠিকানা সন্ধান করছেন। নায়কের ঠিকানা। কিন্তু শাবনূরকে কখনো ে

করিয়ার নিয়ে ভাবতে হয়নি। দ্বিতীয় ছবি ‘তুমি আমার’ থেকে সালমানের মৃত্যু পর্যন্ত সালমান-শাবনূর জুটির ছিল অব্যাহত সাফল্য। সালমানের মৃত্যু শাবনূরকে যেন ঠিকানাহীন করে তুলেছে।

সালমান-শাবনূর জুটি কোনো কোনো প্রযোজকের জন্যে ছিল ঘরের লক্ষ্মীর মতো। এ জুটিকে দিয়ে অনেক প্রযোজক লাভবান হয়েছেন। এ জুটির কোনো কোনো ছবি এতো বেশি ব্যবসা করেছেন যে এ জুটিকে কেন্দ্র করে এক সময় সামগ্রিক চলচ্চিত্র শিল্পের চালচিত্র আবর্তিত হচ্ছিল। তখন একথাও উঠেছিল যে তারা পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। শাবনূরকে বাদ দিয়ে অন্য নায়িকা’র সঙ্গে কাজ করে সফল হতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। পুনরায় শাবনূরের সঙ্গে ছবি সই করতে শুরু করেন। সালমানের মৃত্যুর পরই শাবনূরের নায়ক সংকট তৈরি হয়।

এই সংকটে শাবনূর কি কোনোভাবে মানসিক অশান্তি অনুভব করছেন? বিশি
ভালোভাবে কাজ করার জন্য একজন শিল্পীর মানসিক প্রশান্তি জরুরী। এটা না থাকলে শাবনূর দ্রুত হারিয়ে যাবেন পর্দালোক থেকে।’’

পরিচালক শওকত জামিল একটু ভিন্নভাবে দেখছেন। শাবনূর কি নিয়ে লক্ষ্মীর মা নামে একটি ছবি নির্মাণ করছেন। ছবির নায়ক হচ্ছেন শাকিল। তিনি বলেন, ‘‘শাবনূরের নায়ক সংকট আছে। এটা এক সময় হয়ত কেটেও যাবে। তবে তিনি দেরি করে সেটে আসেন, এ দুর্নামটুকু তার আছে। যদিও সব ‘নায়িকা’ই দেরি করে সেটে আসেন বলে এটা এখন আর দোষের মধ্যে ধরা হয় না। তবে শাবনূর যদি
কছু ঠিকঠাকই চলবে।’’

অবশ্য নায়ক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে শাবনূর এক সময় জড়িয়ে যান রিয়াজের সঙ্গে। গুজব রটে যায় রিয়াজ ও শাবনূরের বিয়ে হয়ে গেছে। এর আগে রটেছিল শাবনূর ও সালমানের বিয়ে হয়ে গেছে। এটা ছিল ‘নায়িকা’দের গ্রুপিংয়ের কারণে। তখন প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি জুটির ছবি মুক্তি পাচ্ছিল। সালমান-শাবনূরের গুজবটি এক সময়ে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু রিয়াজের বিষয়টি কিছুতেই দৃশ্যপট থেকে দূর হচ্ছে না। এ ঘটনা সূত্রপাত গেল ডিসেম্বরে শাবনূরের জন্মদিনের একটি ঘটনা থেকে। অতিথিরা সবাই যখন একে একে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন শাবনূর ইশারা দিয়ে রিয়াজকে বসালেন এবং গভীর রাতে তারা অনু
টনা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন গুজবটির সূত্রপাত তাদের থেকেই।

গুজব হয়তো গুজবই। তারকালোকের উজ্জ্বল জীবনে এ হল বাস্তবতা। কিন্তু পেশা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ হতে হয় হিসাব নির্ভর। নইলে অনিশ্চয়তা একজনকে নিয়ে যায় তারকালোকের ওপারে। ৮০ দশকের দিতির কথাইতো বলা যায়। কি দারুণ এক সম্ভাবনা নিয়ে মডেলিং থেকে এসেছিলেন চলচ্চিত্রে। কিন্তু
জন্যে অন্যদের বাদ দিতে গিয়ে নিজেই হয়ে যান একা।

মোস্তফা আনোয়ার বলেন, ‘‘শাবনূর এবং অমিত হাসানকে নিয়েই আমার কান্দ কেন মন ছবিটি করার কথা ছিল। প্রযোজকের সঙ্গে পারিশ্রমিক নিয়ে বনিবনা হয়নি বলে শেষ পর্যন্ত তারকার বদল ঘটে। শাবনূরকে নিয়ে অন্য একটি ছবি করছি এখন। তাকে আমার কাছে খুব সংবেদনশীল অভিনেত্রী বলে মনে হয়।’’

তবে এটা ঠিক নতুন বলে ফেরদৌস-এর সঙ্গে অভিনয় করেননি শাবনূর। আবার সাব্বির এর সঙ্গে তিনি সফল হতে পারেননি। ওমর সানি এবং অমিত হাসনের সঙ্গেও সাফল্য আসেনি। আরও রুবেল, মান্না এদেরকেও এড়িয়ে গেছেন নানান অজুহাতে। পর্দা সঙ্গী বাছাই করতে গিয়ে তিনি দুটোই হারাচ্ছেন, পর্দাসঙ্গী এবং ব্যবসা সফল ছবি। একটা কথা বুঝাতে হবে। ছবিতে সঙ্গী কে, তার চাইতেও জরুরী হল ছবির ভাল ব্যবসা।

শওকত জামিল এবং মোস্তফা আনোয়ারের আশাবাদ ও মূল্যায়নে এটা স্প
কন্টকমুক্ত নয়। তাই শাবনূরকে যে ঠিকানায় সন্ধান এখন করতে হচ্ছে সেটা শুধু সঙ্গীর নয়, ব্যবসা সফল ছবিরও।

ইমরুল শাহেদ